দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে গতিশীলতা

স্টাফ রিপোর্টার

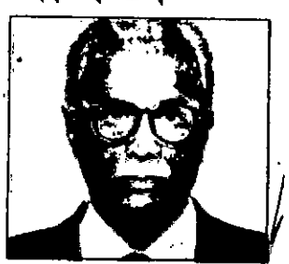

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছেন। তিনি ২০০৫ সালের ২১ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব পান। দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে তিনি এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নতুন নিয়োগ প্রদান করেননি। পূর্বের পৃঃ ৫১ কঃ ৪

ড. ওয়াকিল আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে গতিশীলতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগকৃত নতুন-পুরাতন কোন পার্থক্য না রেখে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি বিধি ও সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতির যোগ্য হয়েছেন, তাদের পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন।

ড. ওয়াকিল সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ যাতে দেশে জরুরি অবস্থার মধ্যে কোন বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে কঠোরভাবে নজর দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও প্রমোশনে অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মিথ্যা বানোয়াট সংবাদ কতিপয় অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একতরফা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দফতরে (প্রধান উপদেষ্টার দফতর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি, দুদক) সরবরাহ করে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে।

প্রফেসর ওয়াকিল ভিসির দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গতিশীলতা আনার জন্য যেসব বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সব কলেজ/প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সব কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ। আর এ পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৮৯টি কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করে। গত বছর দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সঠিক সময়ে ফলাফল প্রকাশ করা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। ভিসিসহ সম্মিলিতভাবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার তারিখ কয়েক দফায় পরিবর্তন করা হয়। পরীক্ষা কমিটির সভার তারিখও পরিবর্তন করা হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে স্থগিত পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কোর্সের পরীক্ষা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানের জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। স্থগিত পরীক্ষাগুলোসহ বছরের সব পরীক্ষা এই প্রোগ্রামের আওতায় গ্রহণ করা হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু হয়েছে ২০০৬ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, পরীক্ষার রুটিন, পরীক্ষার ফলাফল ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানার সুযোগ হয়েছে।

বর্তমানে ফলাফল প্রকাশের সর্বাধিক তিন সপ্তাহের মধ্যে সাময়িক সনদপত্র ও নম্বরপত্র দেয়ার কাজ শুরু হয়েছে। পূর্বে পাস করা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সাময়িক সনদের জন্য আবেদন করছে তাদের আবেদনের দিনই সাময়িক সনদ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যারা ট্রান্সক্রিপ্ট চাচ্ছে তাদেরও স্বল্পতম সময়ে তা সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় সমন্বিত গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সাধারণ কোর্সের ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ এবং প্রফেশনাল কোর্সের ক্ষেত্রে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে। গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব বিষয়ে সুচিন্তিত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ৪টি জার্নাল প্রকাশ করবে। ইতোমধ্যে ২টি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। জার্নাল প্রকাশনার মধ্য দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক, গবেষক ও কর্মকর্তাদের জ্ঞান, মেধা ও মনন বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানসমূহে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষকদের মানসম্মত পাঠদানের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ইন-ক্যাম্পাস শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তিত হয়। ২০০৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আর্টস গ্রুপে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, পালি ও সংস্কৃত, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৫০ জন, সোশ্যাল সাইন্স গ্রুপে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৯ জন, ন্যাচারাল সাইন্স গ্রুপে রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে ২৭ জন, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স গ্রুপে প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে ২৩ জন এবং বিজনেস স্টাডিজ গ্রুপে হিসাব বিজ্ঞান, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ব্যবস্থাপনা ও মার্কেটিং বিষয়ে ১৮ জনসহ সর্বমোট ১৪৭ জন গবেষক ভর্তি করা হয়।